তারিখ ... 25 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

সংবাদ

জামায়াতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোয়েন্দা নজরদারিতে

রাকিব উদ্দিন

জঙ্গিবাদী তৎপরতা ও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে জামায়াত-শিবিরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোয়েন্দা নজরদারিতে এসেছে। তদন্ত কাজে এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত খোঁজ-খবর নেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। নজরদারির কারণে উৎকণ্ঠায় আছেন জামায়াত-শিবিরের শিক্ষা ব্যবসায়ীরা। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ ভেঙে দেয়া হতে পারে বলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

জানা জামায়াতের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

জামায়াতের : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় জামায়াত-শিবিরের শিক্ষা ব্যবসা চিহ্নিত করতে সরেজমিনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে মাঠে নেমেছে একাধিক সংস্থা। ইতোমধ্যে জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যনির্ভর প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ'র বিষয়ে অতীতের দুটি তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছে একটি গোয়েন্দা সংস্থা। কয়েকজন গোয়েন্দা সদস্য প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াত করছেন। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, মানারাত ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে গোয়েন্দারা।

জামায়াত-শিবির পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা না নিতে আওয়ামী লীগের কিছু সুবিধাবাদী নেতা ডিআইএ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদবির করছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঢাকাসহ বড় জেলা শহরগুলোতে জামায়াত-শিবিরের শতাধিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কোচিং সেন্টার, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সংগঠন রয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) জানিয়েছে। ডিআইএ থেকে জামায়াত-শিবিরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গত সপ্তাহে কয়েক দফা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে গোয়েন্দা সংস্থা।

এ বিষয়ে ডিআইএ'র একজন উপপরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'জামায়াত-শিবিরের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে একটি গোয়েন্দা সংস্থা।'

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল কবির চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'আমরা যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে বিভিন্ন সময়ে যেসব স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে জামায়াতের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পেয়েছি, সেগুলোর কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। এখন এই ধরনের অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমিটি ভেঙে দেয়া হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত আইবি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আইবি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রামের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কিং ফয়সাল ইনস্টিটিউট, কুমিল্লার আল-আমিন একাডেমি, ইসলামী প্রি-ক্যাডেট স্কুল, লাইসিয়াম কিন্ডারগার্টেন, আল হেরা কিন্ডারগার্টেন, চট্টগ্রামের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আল্লামা মওদুদী ইনস্টিটিউট, আল জাবের ইনস্টিটিউট, আল জাবের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জামান-আনোয়ার ইনস্টিটিউট, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ হাইস্কুল, আবু হুরায়রা একাডেমি, আদর্শ ইসলামিক ক্যাডেট স্কুল, আয়তুল হিকমা ক্যাডেট মাদ্রাসা, মডার্ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, তালিমুল কুরআন ট্রাস্ট, ইসলামিক অ্যাডুকেশন সেন্টার, ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক হইয়ার লার্নিং সোসাইটি অন্যতম।

জামায়াত নেতাদের মালিকানাধীন কোচিং সেন্টারের মধ্যে আছে- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফোকাস, ফেমাস, সাকসেস, রেটিনা, কনক্রিট, কনসেপ্ট, কনটেস্ট, এক্সিলেন্ট, প্রবাহ, প্রতিভা, ইনডেক্স, রেডিয়াম, আল্টিমাম কোচিং সেন্টার, কনক্রিট ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি কোচিং সেন্টার অন্যতম।

নোট-গাইড বই ও প্রকাশনীর মধ্যে রয়েছে, কামিয়াব গাইড, আল ফাতাহ গাইড, আল ফালাহ গাইড, আধুনিক প্রকাশনী, কামিয়াব প্রকাশনী, পিস পাবলিকেশন, সোনালী সোপান প্রকাশনী, তাছমিয়া পাবলিকেশন, শতাব্দী প্রকাশনী, ইসলামিক সেন্টার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক ন্যাট, প্রত্যয় প্রকাশনী, প্যান্টন প্রিন্টিং প্রেস, গ্লোবাল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন নেটওয়ার্কস, চট্টগ্রামের মদিনা একাডেমি পাবলিকেশন অন্যতম।

বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান, দারুল ইহসানের দুটি পক্ষ, রাজধানীর বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী)

জানা গেছে, অর্থ মন্ত্রণালয় ৬ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন আর্থিক, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেয়। এর আগে গত ২৯ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।